তদ্‌গুণরাগীতি বিশেষণং তু যেষাং তদ্দৃষ্টিপথগমনসামর্থ্যস্যাপি যদ্‌ঘাতকং তাদৃশতৎ-স্মরণস্য প্রভাববিশেষমেব বোধয়তীতি জ্ঞেয়ম্। যথৈব নারসিংহে-অহমমরগণার্চিতেন ধাত্রা যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ। হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্ হরি-চরণপ্রণতান্ নমস্করোমি ॥ ইতি। তথৈব অমৃতসারোদ্ধারে স্কান্দবচনম্—ন ব্রহ্মা ন শিবাগ্নীন্দ্রা নাহং নান্যে দিবৌকসঃ। শক্তাস্তু নিগ্রহং কর্ত্তুং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ইতি ॥৬।৩॥ শ্রীযমঃ স্বদূতান্ ॥ ১৪৮ ॥

যাহারা বিষ্ণুসম্বন্ধি কোন কার্য্যই করে না, সেইসকল অসৎগণকে আনিবার জন্য ধর্ম্মরাজ যমও যে আদেশ করিয়াছেন, সে তো হতেই পারে। ইহার পূর্ব্বের শ্লোকে "তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দপাদারবিন্দ-মকরন্দ রসাদজস্রম্। নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈঃ জুষ্টাদ্‌গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্ ॥" ধর্ম্মরাজ দূতগণকে অনুশাসন করত বলিয়াছিলেন—হে দূতগণ! সেইসকল অসৎগণকে আমার নিকটে আনয়ন কর, যাহারা নিষ্কিঞ্চন, অনাসক্ত পরমহংসগণ কর্ত্তৃক অনবরত নিষেধিত মুকুন্দচরণারবিন্দরস হইতে বিমুখ এবং নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহস্থ সুখ-বাসনায় আসক্তচিত্ত, এমত অসৎ-গণই আমার গৃহে আনয়নের উপযুক্ত। এই শ্লোকেও যে অসাধুগণের অনয়নের কথা বলা হইয়াছে—সে কথাও থাকুক্, তাহার পূর্ব্বে—

তে দেবসিদ্ধপরিগীতপবিত্রগাথা যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
তান্ নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্ নৈষাং বয়ং ন চ বয়ঃ প্রভবামো দণ্ডে ॥

ধর্ম্মরাজ আরও কহিলেন—যাঁহারা সাধু সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি এবং ভগবৎ-প্রপন্ন, সেই সকল মহাপুরুষগণের সুপবিত্র গুণরাশি দেব ও সিদ্ধপুরুষগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; তাঁহারা সর্ব্বদাই শ্রীহরির গদাদ্বারা অভিরক্ষিত। সুতরাং, সেইসকল মহাপুরুষের নিকটে তোমরা কখনও যাইও না। তাঁহাদিগকে দণ্ড করিতে আমরা তো সমর্থ নই-ই, এমন কি, কালও তাঁহাদিগকে সংযমন করিতে পারে না। যেহেতুক, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরণে একান্ত শরণাগত, সেইসকল ভক্ত কাল, কর্ম্ম ও মায়ার অতীত। এবম্ভুত মহাপুরুষগণের নিকটে গমন করিতে যে নিষেধ করিয়াছেন, সে কথাও দূরে থাকুক্—যাহার জিহ্বাও শ্রীভগবানের গুণ অথবা নাম জন্মমধ্যে যখন কখনও বলে না, জিহ্বার অভাবে চিত্তও তাঁহার চরণারবিন্দ এক সময়ও স্মরণ করে না, যদি চিত্তের প্রচুরতর বিক্ষেপ থাকে, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া মস্তক একবারও প্রণাম করে না, যে নমস্কারের মহিমা স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছেন—